



222736 - নজি পতিার জন্য কোন নারীর অধিক দুঃখ করা কি ধরৈয়রে পরপিন্থী

প্রশ্ন

আমার বাবা ৩ মাস আগে মারা গিয়েছেন। আমি তাকে খুব মিস করি। অনেকে ওলটপালট পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কখনও কখনও আমি প্রচণ্ড ভাৱাক্রান্ত হই। যেন তিনি গতকাল মারা গিয়েছেন। কখনও কখনও জীবনরে প্রতি কোন আগ্রহ অনুভব করি না। কখনও কখনও শান্ত থাকি; কোন কিছুই অনুভব করি না...। আমি যতটুকু ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছি তা চলনসই। আমি অনেকে দ্বীনবিইপুস্তক পড়ছি। বিভিন্ন দ্বীনদারস ও আলোচনাতে হাযরি হই। আমি সবররে অর্থ ও সওয়াব জানি। আমার বাবার জন্য অনেকে দোয়া করি। আমি অনেকে সময় মনে মনে বলি, ঘুমরে আগে বলি: ইয়া রব্ব! আমি আপনার নরিধারণরে প্রতি সন্তুষ্ট। আপনি দাতা। আপনি বঞ্চিতকারী। আপনার সদিধান্তই চূড়ান্ত। আমি যা জানি, আর যা জানি না উভয় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করে দিন। তদুপরি আমি নিজরে বিষয়টি নিয়ে পরেশোনতিে আছি। আমার মনে উদ্রকে হয় যে আমি মুনাফকি। আমি যদি ধরৈয়শীলা হতাম তাহলে এই যন্ত্রণা ও তীব্র কাঠনিষ কভিবে অনুভব করি। আমি যা অনুভব করছি সটো কি ধরৈয়রে স্বরূপরে পরপিন্থী। যদি আমি তাকদীররে প্রতি সন্তুষ্ট না হই তাহলে কভিবে আমি সন্তুষ্টতিে পট্টেতে পারি..? আমি আল্লাহর السلام (আস-সালাম; শান্তদাতা) নামরে অর্থ পড়ছি। যে আয়াতগুলতে এ নামটি এসছে সে আয়াতগুলো তাদাব্বুর (চিন্তাভাবনা) করেছে। আমি আমার বাবার জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলি: ‘হে আল্লাহ! আপনি আস-সালাম (শান্তদাতা)। শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। আপনি বরকতময়। আপনি সমুন্নত। হে মহান মর্যাদা ও পরপূর্ণ অনুকম্পার অধিকারী! আপনি আমার পতিকে তার কবরে শান্ততিে রাখুন। যদেনি তিনি জীবতি হয়ে পুনরুত্থতি হবনে সদেনিও তাকে শান্ততিে রাখুন’। আমার এ দোয়াটি কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই দুনিয়ার জীবনে এমন কটে নেই যে তার নজিরে ব্যাপারে, তার পরিবাররে ব্যাপারে, তার প্রিয়জনরে ব্যাপারে কবিা তার সম্পদরে ব্যাপারে মুসবিত থেকে নিরাপদ।

মুমনিরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে এমন কোন মুসবিতে আক্রান্ত হলে ধরৈয় ধারণ করা। আর যদি সন্তুষ্টরি স্তরে উন্নীত হতে পারে তাহলে সটে আরও অধিকতর পরপূর্ণ, উত্তম ও অধিক সওয়াবরে। ইতপূর্বে ধরৈয় ও সন্তুষ্টি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য [219462](#) নং প্রশ্নতে তুলে ধরা হয়েছে।



আপনি কোন কোন সময় যা অনুভব করেন এটি ধৈর্যের পরিশীলন নয়। যহেতু এটি কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি; এটি শরীয়ত পরিশীলন কথা বা কাজ হিসেবে প্রকাশ পায়নি; উদাহরণ বলিাপ করা, কাপড়চোপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি।

মানুষ যখন তার একান্ত আপনজনকে হারায় তখন প্রচণ্ড দুঃখের এ অনুভূতি মানুষেরে এখতিয়ারের বাইরে এসে যায়; যমেনটি আপনার অবস্থা।

তবে একজন মুসলিমেরে করণীয় হচ্ছে এই দুঃখকে বাড়তে না দোয়া, এই দুঃখের সাথে অগ্রসর না হওয়া; যাতে করে এই দুঃখ তার জীবনের উপর ও ইবাদত-বন্দগীর উপর প্রভাব ফেলতে না পারে। আপনি বেশি সময় একাকী থাকবেন না। এসব দুঃখ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেন না। উপকারী কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। আপনি দুঃখ যাতনার মধ্যে বন্দহিয়ে পড়বেন না; যা দুঃখগুলোকে শয়তান চাঙা করে তোলে। যাতে করে মুসলিম ব্যক্তি ভরাক্রান্ত ও বদেনাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকে। কারণ কোন মুসলিমেরে মনে দুঃখ ঢুকতে পারলে শয়তান খুশি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “(কাফরেদেরে) এই গোপন পরামর্শ তো শয়তানের পক্ষ থেকে; মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব মুমিনরা যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে।” [সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১০]

আপনি সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছতে পারবেন এভাবে যে, আপনি যদি সবসময় চিন্তা করেন যে, এটি আল্লাহ লিখে রেখেছেন। এটি ঘটতই ঘটত। দুঃখ করলেও এই মুসবিত দূর হবে না। বরং আরও বাড়বে।

যদি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির সওয়াবের চিন্তা মাথায় রাখেন। “যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি”। আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চেষ্টে মহান আর কিছু নাই।

আপনি আপনার বাবার জন্য যে দোয়াটি করেন সেটি একটি ভালো দোয়া। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার দোয়া কবুল করেন এবং আপনাকে যে মুসবিতে আক্রান্ত করছেন এর উত্তম বদলা দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।